সাতদিন

৯ আগস্ট : সিলেটে আওয়ামী লীগের সমাবেশ শেষে গুলশান সেন্টারের সামনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিমকে হত্যা এবং নেতা-কর্মীদের আহত করার প্রতিবাদে সিলেটে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।

সূত্রাপুরে চাঞ্চল্যকর শিশু মারিয়া হত্যা মামলায় ৬ জনের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে।

১০ আগস্ট : বোমায় বিমানবন্দর উড়িয়ে দেয়ার হুমকির পর ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাসী রহমত ওরফে রকমত (৩৫) পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়কালে নিহত হয়েছে।

১১ আগস্ট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কমপ্লেক্স ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকিতে শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

১২ আগস্ট : বুড়িগঙ্গায় ট্রলারডুবির ৪৮ ঘন্টা পর শিশুসহ ৭টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে একে-৪৭সহ ৫ সন্ত্রাসী আটক।

১৩ আগস্ট : জার্মানিতে বিশিষ্ট লেখক, অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু সংবাদ দেশে পৌঁছালে সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে।

১৪ আগস্ট : অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদের লাশ কবে আসবে সিদ্ধান্ত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছে তার পরিবার।

১৫ আগস্ট : যথাযোগ্য মযার্দায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৯তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে এবং ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সরকারি ছুটি বাতিলের প্রতিবাদে সারা দেশে আওয়ামী লীগ আহূত অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

^—ivPv‡ii †P‡q wcwQ‡q MYZvwšK miKvi

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

আমরা সব কিছুতে পিছু হটছি। পিছু হটছি রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসনে। এমনকি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো একটি জরুরি কাজে আমরা সক্ষমতা গড়ে তুলেছিলাম, এবার সেখান থেকেও পিছিয়ে পড়লাম। কয়েক বছর পর পর যে অস্বাভাবিক বন্যা বাংলাদেশকে প্লাবিত করে, সেই বন্যা এবারও এসেছিল। সাম্প্রতিক অতীতে '৮৮, '৯৮-এর পর এটা ছিল তৃতীয় দফা বন্যা। এর আগে বাংলাদেশে '৭৩-এ ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। তখন মাত্র মুক্তিযুদ্ধোত্তরকাল। রাস্তাঘাট, অবকাঠামো কিছুই ঠিক ছিলো না। কিন্তু মানুষ তার নিজ প্রচেষ্টায় সেই বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছিল পরবর্তী কর্মোদ্যম দিয়ে। বন্যায় যে বীজতলা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তা আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এসেছিলেন সেই কর্মযজ্ঞে। দেশের যেখানেই পতিত জমি ছিল, সেখানেই বীজতলা তৈরি করা হয়েছিল কৃষককে বীজ সরবরাহ করার জন্য। তখনও এনজিওগুলো এরকম দোর্দান্ড প্রতাপ নিয়ে উপস্থিত হয়নি। দেশের মানুষ নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছিল বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসনের। রচিত হয়েছিল নতুন ইতিহাস।

সেই ক্রমধারাতেই বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটা কাঠামো; যাতে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রুত উদ্ধার কাজ করা যায়, সাহায্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশও নিতে চেয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যা সম্পর্কেও পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, তাদের রাজ্যে বন্যার কারণে যে দুর্যোগের সৃষ্টি হয়, তার মোকাবেলায় তারা বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা নিতে চান।

কিন্তু ২০০৪-এর এই বন্যায় যেন সবটাই উল্টে গেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থাকার পর অতীতের তুলনায় এবারের বন্যার্ত মানুষ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং আরও দীর্ঘদিন এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এবারের বন্যাদুর্গত এলাকাগুলোতে জরুরিভিত্তিতে যে ত্রাণ কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন ছিল তা নেয়া হয়নি। বন্যার সময় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে আমাদের সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু

এবার এ কাজে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়নি। বন্যা এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেয়ার জন্য জাপানি অনুদানে এরশাদ সরকার রিলিফ বোট জোগাড় করেছিল। তা নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে। ঐ জাপানি বোটের দুর্নীতির কথা জাপানের পার্লামেন্টেও উঠেছে। ঐ দুর্নীতির কারণে এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। কিন্তু এবারের বন্যায় ঐ রিলিফ বোটগুলো কোথাও দেখা যায়নি। জানা গেছে, সরকার সেনাবাহিনীকে ঐ বোটগুলো হস্তান্তর করেছে। কিন্তু জাপান সরকার নিশ্চয়ই সেগুলো সামরিক কাজের জন্য দেয়নি, ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিল।

একইভাবে প্রতি বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত পরিস্থিতিতে সরকার মনিটরিং সেল করে জনগণকে যেভাবে ঐ দুর্যোগ ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত রাখতো এবার সেটাও ছিল অনুপস্থিত। সরকারের তরফ থেকে একটি মনিটরিং সেল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো দৃশ্যমান কাজ ছিল না।

সরকারি ত্রাণভান্ডার থেকে উপদ্রুত অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া, স্বাস্থ্যসেবার জন্য জরুরি চিকিৎসক দল, ওষুধের ব্যবস্থা করা- এর কোনোটাই সেভাবে দেখা যায়নি। ওয়াকিবহাল মহল খুব স্বাভাবিকভাবে এর কারণ খুঁজতে চেয়েছে এবং কারণ পেয়েছেও। আর সে কারণটি হচ্ছে এই বন্যা সম্পর্কে জোট সরকারের মনোভাব। জোট সরকার প্রথম থেকেই এই বন্যাকে খাটো করে দেখাতে চেয়েছে। সিলেট যখন বন্যার পানিতে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে তখন ত্রাণ উপমন্ত্রী বরং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, সাংবাদিকরা ইচ্ছা করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বন্যার সংবাদ পরিবেশন করছে। এমনকি যে সংবাদচিত্র ছাপা হচ্ছে তাও পুরনো। এটা যে কেবল জোট সরকারের এই উপমন্ত্রীর একার বক্তব্য তা নয়, জোট সরকারের শরিক দল জামায়াতের আমির শিল্পমন্ত্রী একই মন্তব্য করেছেন এবং সেটা করেছেন যখন কেবল সিলেট নয়, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বন্যায় তলিয়ে গেছে। আর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও বন্যার মধ্যে কোনো সমস্যা দেখেননি। বন্যায় যখন মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে তখন তিনি বিভিন্ন জেলার আশ্রয়কেন্দ্রে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে টেলিভিশনের সামনে জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত (!) করেছেন যে, বন্যা কেবল দুঃখ বয়ে আনে না, এটা আশীর্বাদ। প্রধানমন্ত্রীর এই মনোভাবই জোট সরকারের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। তিনি নিজে যেমন বন্যার্ত এলাকায় যাওয়ার যে ধরনের ফুরসত পাননি, তার মন্ত্রীদেরও সে ধরনের কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

অথচ '৮৮-এর বন্যায় স্বৈরাচারী এরশাদ নিজে প্রতিদিন বন্যার পানির মধ্যে হেঁটে বেড়িয়ে জনগণের খোঁজ নিয়েছেন। রেডিও-টেলিভিশনে বন্যার্তদের জন্য সহনাভূতি উদ্রেক করতে নিয়মিত গান প্রচার করা হয়েছে। অবশ্য সে সবই ছিল এরশাদের গান। কিন্তু স্বৈরাচারের ঐ গানও সেদিন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। একটা সংখ্যাতত্ত্বে জানা যায় যে, জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও ঘৃণিত সেই মানুষটি বন্যাকালীন ১৩৭টি উপজেলা ও ৩৫টি জেলা সদর পরিদর্শন করে ত্রাণকার্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর ঢাকার রাজপথে-গলিতে জিপ নিয়ে নিজে চলে গিয়ে পানির মধ্যে হেঁটে ফিরেছেন বন্যার্ত মানুষের খোঁজ নিতে। কেবল তাই নয়, বন্যার্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহের জন্য ঐ সময়ের মধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীনও সফর করেছিলেন তিনি। সেসব দেশ থেকে প্রভূত ত্রাণসামগ্রীও এসেছিল। এরশাদের উদ্যোগে সে সময় একটা ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যানও গ্রহণ করা হয় যার ভিত্তিতে বন্যা অঞ্চলের রাস্তাঘাট। পুলকালভার্ট উঁচু করা হয়েছিল। ঢাকার চারপাশে যে বাঁধ দেয়া হয়েছিল তাই এবার রক্ষা করেছে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলকে। ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণেরও পরিকল্পনা সে সময় নেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এরশাদ এই বন্যা পরিস্থিতি আলোচনার জন্য '৮৮-এর নির্বাচনে গঠিত তার অবৈধ পার্লামেন্টের চারদিনের বিশেষ অধিবেশন পর্যন্ত করেছিলেন।

এই বিবরণ একজন স্বৈরাচারীর সপক্ষে সাফাই বলে মনে হতে পারে। এরশাদের এ ধরনের কর্মতৎপরতার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তার অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য শাসনকে বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান। এরশাদের ঐ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়নি। জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই গণঅভ্যুত্থানে তার শাসনের ইতি ঘটিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কিছু ক্ষেত্রে তার সুকৃতিও তাদের স্মরণে আসে যখন তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রকাশের অনুপস্থিতি দেখে মানুষ।

বস্তুত '৯০-উত্তর গত চৌদ্দ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনে স্বৈরাচারের এই দায়িত্ব ও মানবতাবোধ থেকেও পিছিয়ে পড়তে দেখেছে দেশের শাসন কর্তৃপক্ষকে। দেশের ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের এই দায়িত্ববোধটি কেবল অনুপস্থিত নয়, দেশের মানুষ যখন এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসে তখন সেখানেও তারা বাধার সৃষ্টি করে। ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় জোট সরকার তারই প্রমাণ দিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীরা তো বটেই, দলীয় পর্যায়ও ক্ষমতাসীনরা বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। যখন বন্যার পানি নেমে যাওয়া শুরু করেছে তখন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনের সামনে ত্রাণ বিতরণ করতে। ঐ টেলি-ছবির জন্য নিজেরাই ক্যামেরা কিনে নিয়েছে কেউ কেউ।

অবশ্য '৯৮-এর বন্যায় এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায়নি। তখনো আওয়ামী লীগ সরকার বেশ দেরিতে কাজ শুরু করেছিল। সে জন্য তারা সমালোচিত হয়েছিল বিশেষভাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল একেকটি অঞ্চলের ত্রাণ পুনর্বাসন কাজ পরিচালনার জন্য। তবে সবচেয়ে যে প্রশংসনীয় কাজটি তিনি ও তার সরকার করতে পেরেছিলেন তা হলো, বন্যা-উত্তর সময়ে ভিজিএফের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এর ফলে যে বন্যার্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য সংকটের মুখে পড়ার কথা ছিল, ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল বিরোধীদের তরফ থেকে যে, কয়েক লাখ লোক খাদ্য না পেয়ে মারা যাবে, সেটা হয়নি।

কিন্তু এবার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। জাতিসংঘ ইতিমধ্যে বলেছে, বন্যার ক্ষতিপূরণ করতে এক বছর সময় লাগবে। তারা হিসাব করে বলেছে, ডিসেম্বর তো বটেই, মার্চ পর্যন্ত বন্যার্তদের খাদ্য সাহায্য দিতে হবে। কিন্তু সরকার এখনও সে ধরনের বাস্তবতা সম্পর্কে বিশেষ সজাগ বলে মনে হচ্ছে না। সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের জরিপ পরিচালনা করছে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে দাতাসংস্থাগুলো কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা নেয় তার ওপর। এর জন্য সরকারের রাজনৈতিক উদ্যোগও বিশেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বলা যায় যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারেও জোট সরকারের একই ধরনের অনীহার মনোভাব দেখা গেছে। তাদের মনোভাব, সব ঠিকই চলছে। কিন্তু সব যে ঠিক চলছে না তার প্রমাণ বন্যার সময়কার দিনগুলো। পার্লামেন্ট অধিবেশন দূরে থাক, পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটিগুলো পর্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে বসতে পারলো না। আর বিরোধী দলগুলো তো তাদের চোখের কাঁটা। তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যাতে ত্রাণ পুনর্বাসনে জনগণের প্রতি সহযোগিতার হাত তারা বাড়িয়ে দিতে না পারে। কেবল নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা নয়, অন্যরা যাতে দায়িত্ব পালন করতে না পারে তার জন্য তারা বাধা সৃষ্টি করেছে। বন্যায় যখন দেশ ভাসছে, দেশের সর্বত্র চলছে বন্যার্ত মানুষের আহাজারি, তখন জোট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে অর্জনগুলো হয়েছিল তাকে ধ্বংস করল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ থেকেও আমরা পিছিয়ে পড়লাম। অথচ তখন জরুরি প্রয়োজন ছিল মানুষ বাঁচানোর, দেশ বাঁচানোর। কিন্তু যে সরকার নিজেদের তরিকতে কেবল বিশ্বাস করে তাদের কাছ থেকে দেশ বাঁচানোর এই দায়িত্ব পালন আশা করা যায় না।

অভিমত

প্রবাসীর দৃষ্টিতে বন্যায় সরকারি উদ্যোগ

শাহরিয়ার ইকবাল রাজ *যুক্তরাজ্য থেকে*

পৃথিবীর সবচাইতে বড় বদ্বীপ বাংলাদেশ। এ দেশকে জালের মতো জড়িয়ে আছে শত নদ-নদী। বন্যা এ দেশে নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতি বছরের মতো এ বছরও মৌসুমের শুরুতে বন্যা পরস্থিতি শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা প্রকট আকার ধারণ করে।

প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হচ্ছে বন্যার ভয়াবহতা। প্রবাসী বাংলাদেশীদেরও আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক বন্যা।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইতিমধ্যে অনেকে দেশে আত্মীয়-পরিজনের পাশাপাশি বন্যার্ত মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা পাঠাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। নিউক্যাসেলে বসবাসরত পরিচিত অনেক প্রবাসী বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে দুস্থ মানুষের জন্য বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সাহায্যের প্রচেষ্টা করছেন।

বিদেশী প্রচার মাধ্যমে বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিকে যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ঠিক তার অনেকটাই ব্যতিক্রমী দৃষ্টিতেই দেখছে বর্তমান সরকার। এমনিই ধারণা পোষণ করছেন অনেক প্রবাসী। সরকারি বক্তব্য ও প্রচারণা দ্বিধায় ফেলছে এঁদের অনেককেই। দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রতিনিয়তই প্রচারিত হচ্ছে সরকারের একার পক্ষেই সামাল দেয়া সম্ভব হবে বর্তমান পরিস্থিতি। আর এর পাশাপাশি প্রচারিত হচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা '২৭২', প্রতিদিনই বাড়ছে এই সংখ্যা। বিভিন্ন এলাকায় অধিকাংশ দরিদ্র মানুষই গৃহহীন, গবাদিপশু ভাসছে বানের পানিতে আর সরকারি সিদ্ধান্ত 'জাতীয় দুর্যোগ এলাকা ঘোষণার প্রয়োজন নেই।'

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অনেক প্রবাসীরই প্রশ্ন, এখনো কেন সরকার বৈদেশিক ত্রাণের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করছে। অবশ্য সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে পুনর্বাসনে বৈদেশিক সাহায্য নেবার কথা বলা হচ্ছে। প্রতি বছর ৮০০ কোটি টাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সত্যিকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে কতটা ভূমিকা রাখছে তা বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজেই বুঝতে সাহায্য করছে।

রাজধানীর জলাধার ভরাট করে প্লট বিক্রয়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বুড়িগঙ্গার বুকে বিদ্যুৎ বিভাগের স্থাপনা আর লুইকানের ডিজাইন অবমাননা- এর কোনো ঘটনাই প্রবাসীদের আলোচনা থেকে বাদ যায় না।

মানুষের মৃত্যু আর হাহাকার বর্তমান সরকারের কাছে অতি সাধারণ নিত্যনৈমিক্তিক ব্যাপার। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ মরছে সন্ত্রাস আর রাজনৈতিক কারণে। আর এখন মরছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। অন্তত রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এর মধ্যে নেই।

বন্যাদুর্গত এলাকার শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। খাবারের পানি নেই। পরনে নেই বস্ত্র। মহামারী দেখা দেবার আশঙ্কা, এমনি পরিস্থিতিও বর্তমান সরকারের কাছে জাতীয় দুর্যোগ নয়। দুর্গতদের জন্য ত্রাণ

বিতরণে সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা নেবার কথা বলা হলেও কার্যত এর কোনো ছাপ নেই। অথচ সামরিক বাহিনীর সহায়তা যে কতটা প্রয়োজনীয় তা বিগত ঘূর্ণিঝড় সময়ের পরিস্থিতিই প্রমাণ করে।

সরকারের এ ধরনের আচরণের প্রতিনিয়তই সমালোচনা করছেন প্রবাসীরা। খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ আর বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা ক্রমধর্বমান মৃত্যুর সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়। এ অবস্থায় মৃত্যুর চাইতে পুনর্বাসনের হিসাব করতেই সরকারি মন্ত্রণালয়ের বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির মাত্রা সবচাইতে বেশি দেখা যায় সিভিল ওয়ার্কসে। যার আরেকটি রূপ হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পুনর্বাসন প্রকল্প। বর্তমান সরকারের অদ্ভুত আচরণ, উদাসীনতা অদূর ভবিষ্যতে প্রকট মহামারীসহ খাদ্যাভাব সৃষ্টির কারণ হতে পারে বলে অনেক প্রবাসীই মনে করেন। আর সরকারি এ ধরনের বক্তব্য প্রচারণার কারণে অনেকেই মনে করছেন, দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে ব্যক্তিগত পার্যায়ে ত্রাণ সাহায্যের আবেদন করাটাও অযৌক্তিক এবং অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সর্বোপরি প্রতিদিনই খারাপ হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি, সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ। দুর্গত মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে পুনর্বাসন নামক দুনীর্তির প্রধান পুঁজি। সরকারি পার্যায়েও যার ভাগবাটোয়ারার আভাস দিচ্ছে বন্যা পরিস্থিতিতে সরকারের অদ্ভুত আচরনের বিবিসি এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করেছিল, সরকার এখনো কেন বিদেশী সাহায্যদাতাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছে না। উত্তরে অনেকটা দ্বিধা নিয়েই তিনি বলেছিলেন, এখনো সময় হয়নি। তবে স্বেচ্ছায় দেয়া সাহায্যকে সব সময়ই স্বাগত জানানো হচ্ছে।

মানুষের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় দরিদ্র মানুষের মৃত্যু নিয়ে সরকারি এই ঘৃণ্য আচরণ রাজনীতিতে নতুন দুর্নীতির ধারা সংযোজন করতে যাচ্ছে। প্রতিদিনই যেখানে বিবিসি থেকে সর্বকালের অন্যতম 'হিউমেটেরিয়ান ক্রাইসিস'-এর আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেখানে সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুনর্বাসনের হিসাবে নিয়ে।

প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ গৃহহারা। অনাহার, মহামারীর আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে। দুস্থ মানুষের জীবন রক্ষা করতে সরকারি মহলের রহস্যজনক আচরণ, মানুষের প্রাণের চেয়ে পুনর্বাসনই প্রধান।

পুনবার্সনের অর্থ হয়তো দুর্নীতিবাজদের সঞ্চয় হিসাবে পুনঃসংযোজনই হতে যাচ্ছে। এখনি যদি এ পরিস্থিতির উন্নয়নে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়, তাহলে হয়তো আশু পরিস্থিতিকে সামাল দেয়া অনেক কঠিন হয়ে যেতে পারে। যার ফলশ্রুতিতে হতে পারে অগণিত দরিদ্র বন্যাপীড়িতের মৃত্যু।

জীবন বাঁচাতে www.rokto.org

রক্তের প্রয়োজনে হন্যে হয়ে ঘোরেনি এমন মানুষ খুব একটা পাওয়া যাবে না। প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপদ রক্ত পাওয়া কঠিন। রক্ত সব সময় প্রয়োজন হয় না সত্য, তবে বিপদের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত একজন রক্তদাতা পাওয়া না যায়, ততক্ষণ নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়।

আমাদের দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন (৩ লাখ ব্যাগ) তার মাত্র ২৫% পাওয়া যায় স্বেচ্ছা রক্তদানকারীদের কাছ থেকে। বাকিটা নির্ভর করতে হয় বন্ধু, আত্মীয় আবার কখনো পেশাদার রক্তদাতাদের ওপর। সুতরাং নিরাপদ রক্ত পাওয়াটাই তখন বেশি গুরুত্ব পায়। রক্তের কারণে মৃত্যু হয়েছে এমন দুর্ভাগার সংখ্যাও কম নয়। সাধারণত বাচ্চা হওয়ার সময় অধিক রক্তক্ষরণ এবং বর্তমানে ডেঙ্গুজ্বরের কারণে রক্তের প্রয়োজন হয় বিপুলভাবে। আর দুর্ঘটনা তো আছেই।

এসব বিষয় মাথায় রেখে বাংলাদেশ ব্লাড ডোনারস্ www.rokto.org নামের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে একটি Blood Donor Community develop করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে । যেকোনো ব্যক্তি এই সাইটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রক্তের গ্রুপ ও এলাকা অনুযায়ী স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীর ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি সংগ্রহ করে রক্তদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবেন।

নান্দনিক ডিজাইনের কারণে www.rokto.org দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ব্যবহারকারীদের। বিশেষভাবে লক্ষণীয় TEXT নির্ভর ডিজাইন, যার ফলে অতি সহজে লোড হয় সাইটটি। রক্ত সংক্রান্ত বিপুল তথ্যের ভান্ডার রয়েছে এই সাইটটিতে, যাতে করে ব্যবহারকারী শুধু রক্তদাতার তথ্যই নয়, রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন রক্ত সংক্রান্ত Link এই সাইটটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। Blood group অনুযায়ী মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর তথ্য আরো সমৃদ্ধ করেছে এই তথ্যভান্ডারকে। এই সাইটের মাধ্যমে ব্যবহারকারী রক্তের request post করতে পারবে। সাইট সম্পর্কে নিজের মতামত লিখে অন্যকে অনুপ্রাণিত করার সুযোগও আছে। আছে বন্ধুকে এই সাইট সম্পর্কে অবগত করার সুযোগ। সাইটটির user friendly, যার ফলে সহজে ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন মেটানো যাবে, পাশাপাশি সামাজিক অবদান রাখার সুযোগও রয়েছে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

সুন্দর মনের স্কুল-কলেজের মেয়েরা লিখ। - রোমিও, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
***
পাত্র চাই, ঢাকায় চাকরিরত এমএসসি (হোম ইকনোমিক্স) বি.এড। ৫ ফুট ২ ইঞ্চি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পাত্রীর জন্য সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত ত্রিশোর্ধ্ব দেশী অথবা প্রবাসী পাত্র চাই। পাত্রীর ঢাকায় নিজস্ব একটি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা আছে। নিজের বৃত্তান্ত ও ছবি, টেলিফোন ও ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন। Hossain B. (পাত্রীর ভাই), Box : 2029, 19102 Sollen Tuna, Swdeen, Tel+Fax : +46-(0)8-6231439, Mobile : + 46-(0) 703618603, 0175-014319 (Dhaka)
***
বন্ধু মিলবে হয়তো শত শত মিলবে না কেউই হয়তো আমার মতো। আত্মবিশ্বাসী সুন্দরমনা সুন্দরীরা মোবাইল নাম্বারসহ লিখুন। -স্বপ্নীল, মোঃ মোকাদ্দেছুর রহমান, আলী আজম মেম্বার বাড়ী, চান্দিনা কাজী বাড়ী, কুমিল্লা-৩৫১০, mokaddas_r@yahoo.com
***
বন্ধুত্বে আগ্রহী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা রমণী যারা একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতায় আছেন তাদের প্রতি ফোনে বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইলো। আমি দেবো নির্ভরতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বাস। শাহরিয়ার মাসুদ, ফোন- ৭১৭৫৩৬৬, (রাত ৮টার পর)
***
সংকোচহীন, সংকীর্ণহীন, নিঃস্বার্থ সুন্দর মনের মেয়েরা লিখুন। - বক্স নং- ৩২৫, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭, নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা
***
আমি বিশ্বাস করি কেউ না কেউ আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। কষ্টের লোনা জল নিয়ে আমি ভীষণ একা। মেডিকেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো নিঃসঙ্গ মেয়ে ফোন করতে পারেন। - মনি ০১৮৯৬৪১৫০০
***